দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 05 SEP 1994
পৃষ্ঠা ? কলাম ?

09

সারাদেশে পলিটেকনিক শিক্ষকদের অবিরাম কর্মবিরতি

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

দেশের ২০টি পলিটেকনিক কলেজ শিক্ষকদের অবিরাম কর্মবিরতির ফলে গতকাল থেকে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসমূহ ও টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সরকার ইতোপূর্বে শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত দাবী মেনে

১১-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

পলিটেকনিক শিক্ষক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নিয়েছিলেন। পরবর্তীতে মহল বিশেষের চক্রান্তের ফলে সরকার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন। বাংলাদেশ পলিটেকনিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি জনাব খন্দকার শাহাব উদ্দিন মাহমুদ ও সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ শামসুর রহমান একথা বলেন। তিনি বলেন, দারিদ্র্য বিমোচন, উৎপাদনমুখী শিক্ষার সম্প্রসারণ তথা বাংলাদেশকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমরা দেশের ২০টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে অতিরিক্ত শিফট চালুর দাবী জানিয়ে আসছিলাম। এ কারিগরি শিক্ষার স্বার্থেই আমরা সরকারের কাছে ৯ দফা দাবী জানিয়েছিলাম। সরকার আমাদের দাবীসমূহ বিচার-বিশ্লেষণ করাসহ এর সুফলের যৌক্তিকতা বিচার করে অতিরিক্ত শিফট চালুর সিদ্ধান্তও নিয়েছিলেন। কিন্তু এখন সে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না করে ছাত্র-ছাত্রীদের এক জটিল অবস্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। তারা বলেন, ৪টি বোর্ড থেকে পাস করা ৫ লক্ষাধিক ছাত্র-ছাত্রী এখন উচ্চ শিক্ষায় ভর্তির অপেক্ষায়। এদের মধ্য থেকে ২ লক্ষাধিক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। শিক্ষক নেতৃদ্বয় বলেন, সরকার এ অবস্থায় ২০টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে অতি স্বল্প টাকা ব্যয়ে অতিরিক্ত শিফট চালু করে বিপুল পরিমাণ ছাত্র-ছাত্রীকে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারেন। নেতৃদ্বয় বলেন, ৯ দফা দাবীর মধ্যে চাকরি কাঠামো পুনর্গঠন, সাধারণ শিক্ষার শিক্ষকদের ন্যায় কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষকদের সিনিয়র স্কেল পরীক্ষা থেকে অব্যাহতি প্রদান, এডহক শিক্ষকদের নিয়মিতকরণ, ইন্সট্রাকটরদের গেজেটেড মর্যাদা প্রদান, নিয়োগ বিধি ও গ্রেডেশন তালিকা সংশোধন ও পদোন্নতি প্রদানের দাবী মেনে নিয়ে কর্তৃপক্ষ এগুলো বাস্তবায়নের ঘোষণা দিয়েছিলেন।

গতকাল শিক্ষকদের অবিরাম কর্মসূচীর ২য় দিনে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও বরিশাল বিভাগীয় সদরে পৃথক পৃথক শিক্ষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে শিক্ষক নেতৃবৃন্দ সরকারের সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন ব্যক্তিবর্গের রহস্যময় ও আত্মঘাতী ভূমিকার কঠোর সমালোচনা করেন। তারা এ ব্যাপারে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন।